মনসাসংস্কৃতি : লোকাচার ও প্রতিগ্রহণ (একটি আঞ্চলিক পর্যালোচনা)

পি.এইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

তনুশ্রী বিশ্বাস

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অনন্যা বড়ুয়া

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

২০২২

মনসাসংস্কৃতি : লোকাচার ও প্রতিগ্রহণ (একটি আঞ্চলিক পর্যালোচনা)

ভূমিকা

একুশ শতকে এসেও মনসামঙ্গলকাব্যগুলির প্রভাব সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপ্ত ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। বহুমুখী ধারার সমন্বয়ে সৃষ্ট মনসাসংস্কৃতির নির্বাচিত কয়েকটি ধারার বিশ্লেষণের তাগিদেই বর্তমান গবেষণা কর্মের অবতারণা।

প্রথম অধ্যায় - মনসাকেন্দ্রিক পূজা, উৎসব, লোকাচারের নানা দিক

পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় প্রচলিত বিশিষ্ট কিছু মনসাপূজা, বিচিত্র লোকাচার ও উৎসবের প্রকৃতি ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় - মনসাকেন্দ্রিক অভিকরণমূলক লোকসংস্কৃতি

এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত মনসাযাত্রা, রয়ানী, মনসার পট ও পটের গান, এবং মনসা পালার কবিগান বা কবি ঝাঁপান।

তৃতীয় অধ্যায় - বাংলা নাটকে মনসা কাহিনির ব্যবহার

মনসামঙ্গল অবলম্বনে রচিত যে সাতটি নাটকের বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেগুলি হল - হরনাথ বসুর *বেহুলা* (১৯১০), মন্মথ রায়ের *চাঁদ সদাগর* (১৯২৭), পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের *চাঁদ সদাগর (বেহুলা)* (১৯৩০), তারাশঙ্কর মুখার্জীর *মনসামঙ্গল* (১৯৫৯), অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সওদাগরের নৌকা* (১৯৬৯), শেখর দেবরায়ের *মনসাকথা* (২০০২), এবং উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের *মনসামঙ্গল* (২০১৮)।

চতুর্থ অধ্যায় - মনসামঙ্গল প্রভাবিত বাংলা চলচ্চিত্র

এই অধ্যায়ে আলোচিত মনসামঙ্গল অবলম্বনে নির্মিত বাংলা চলচ্চিত্রগুলি হল জাহির রায়হান পরিচালিত *বেহুলা* (১৯৬৬), অমল দত্ত পরিচালিত *বেহুলা লক্ষীন্দর* (১৯৭৭), সুজিত গুহ পরিচালিত *মনসাকন্যা* (১৯৯১), বিজয় ভাস্কর পরিচালিত *নাগপঞ্চমী* (১৯৯৪), বিজয় ভাস্কর পরিচালিত *মনসা আমার মা* (২০০৪) এবং মনোজকুমার পরিচালিত *সতী বেহুলা* (২০১০)।

পঞ্চম অধ্যায় - বাংলা টেলি ধারাবাহিকে মনসামঙ্গলের বিনির্মাণ

দূরদর্শনের তিনিটি ধারাবাহিক - স্টার জলসা চ্যানেলে *বেহুলা* (২০১০-২০১১) ও *ভূমিকন্যা* (২০১৮-২০১৯) এবং কালারস্ বাংলার *মনসা* (২০১৮-২০১৯) এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উপসংহার - একুশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বগ্রাসী প্রভাবের মধ্যেও বাংলার লোকসংস্কৃতি ও মার্জিত সংস্কৃতি দুটি ক্ষেত্রেই মনসামঙ্গলের সুগভীর প্রভাব ও দৃঢ় অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। বহুমুখী ধারায় মনসাসংস্কৃতি নিত্য নতুন রূপে প্রবাহিত হলেও এক অখণ্ড মনসাচেতনায় মনসাসংস্কৃতির স্বতন্ত্র ধারাগুলি যেন একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে আছে।